www.sunnibarta.com

সংশয় নিরসন

কোন কোন রেওয়ায়াতে দেখা যায়– মিলাদ ও কিয়াম প্রথা হিসাবে প্রথম তিন যুগে ছিলনা। সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে তা প্রথা হিসাবে চালু হয়েছে। এ কারণে এটাকে বিদআতে হাসানা বলা হয়। অথচ ইবনে হাজর হায়তামীর রেওয়ায়াতে দেখা যায়– চার খলিফার যুগেও মিলাদ ছিল। ইবনে কাসিরের বর্ণনায় দেখা যায় –হযরত ইবরাহীম (আঃ) মিলাদ ও কিয়াম করেছিলেন। এই দুই বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টি সঠিক? এমন সংশয় দেখা দেয়া স্বাভাবিক। এর সমাধান হচ্ছে এইঃ প্রথম যুগে মিলাদ ও কেয়াম রেওয়াজ হিসাবে এবং প্রথা হিসাবে চালু ছিলনা। কখনও হতো, আবার কখনও হতোনা। ৭ম শতাব্দী হিজরীতে এসে তা নিয়মিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। যেমন ঃ তারাবিহর নামাজ প্রথমে জামাতবদ্ধভাবে হতোনা। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে এসে নিয়মিতভাবে জামাতের সাথে বিশ রাকআত চালু হয়ে যায়। এই প্রথাকেই হযরত ওমর (রাঃ) শাব্দিক অর্থে উত্তম বেদআত বলেছেন। মূল তারাবিহর নামাজকে তিনি বেদআত বলেননি। অদ্রূপ-মিলাদুন্নবীর মূল কাজটি বেদআত নহে। পরবর্তী যুগে নির্দিষ্ট আকারে ও প্রকারে নিয়মিত প্রথা হিসাবে চালু হওয়াকেই কোন কোন কিতাবে শাব্দিক অর্থে উত্তম বেদআত বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোন সংঘাত ও পার্থক্য নেই। দেওবন্দী আলেম রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী বলেছেন– বিদ্‌আতে হাছানা মূলতঃ সুন্নাত। কেননা হাদীসে অনুরূপ বলা হয়েছে। বর্তমান কালেও দেশে দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মিলাদ শরীফ পাঠ করা হয়ে থাকে। বাগদাদ শরীফে গাউসুল আজম মসজিদে মিলাদ শরীফ পাঠ করা হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ২/৩ ঘন্টাব্যাপী। ঐ সময়ে দিওয়ানে হাসসান থেকে নবীজীর শানে কাসিদা পাঠ করা হয়। অধীন লেখক ১৯৮২ সালে শুক্রবারে এমন এক মিলাদ মাহফিলে শরীক ছিলাম। শর্ষিনার মরহুম পীর আবু জাফর সাহেবও সাথে ছিলেন।